একক ৮ ❐ বিষয় শিরোনাম

গঠন

৮.১ প্রস্তাবনা
৮.২ বিষয় ক্যাটালগের প্রয়োজনীয়তা
৮.৩ বিষয় ক্যাটলগ প্রস্তুত পদ্ধতি
৮.৪ বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রি প্রস্তুতি
৮.৫ বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন : সাধারণ নীতি
৮.৬ রূপ সম্পর্কিত শীর্ষক
৮.৭ বিষয়ের উপবিভাগ
৮.৮ অনুশীলনী
৮.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৮.১ প্রস্তাবনা

আভিধানিক ক্যাটালগের দুইটি অংশ আছে, একটি গ্রন্থকার ও গ্রন্থনাম অংশ এবং অন্যটি বিষয় সম্পর্কিত অংশ। বিষয় সম্পর্কিত অংশটিতে এন্ট্রিগুলি বিষয় শিরোনামে প্রস্তুত করা হয়। বিন্যাস বর্ণানুক্রমিক হয়। আভিধানিক ক্যাটালগের এই দুইটি অংশই সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিষয় শিরোনাম এন্ট্রি প্রস্তুত করার নিয়ম হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বিষয় শীর্ষক (specific subject heading) ব্যবহার করতে হবে। আভিধানিক ক্যাটালগে বিষয়সম্পর্কিত অংশ একান্ত প্রয়োজনীয়। আভিধানিক ক্যাটালগের সাফল্য অনেকাংশে বিষয় সম্পর্কিত অংশের উপর নির্ভর করে। বিষয় সম্পর্কিত এন্ট্রি প্রস্তুত করা এবং বিন্যাস করার সমস্যাগুলি আভিধানিক ক্যাটালগের গুরুতর সমস্যা। বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের যে প্রধান সুবিধা আছে, সুনির্দিষ্ট বর্ণের অধীনে নির্দিষ্ট এন্ট্রি প্রাপ্তি, সেই প্রধান সুবিধাই তার একমাত্র অন্তর্নিহিত দুর্বলতা। কারণ সঠিক আদ্যবর্ণ এবং শীর্ষকের উপর নির্ভর করে এন্ট্রির প্রাপ্তি।

৮.২ বিষয় ক্যাটালগের প্রয়োজনীয়তা

সাম্প্রতিক কালে জ্ঞানজগতের প্রায় সবগুলি শাখায় গ্রন্থ ও অন্যান্য মুদ্রিত প্রকাশনার হার অবিশ্বাস্য রকমের বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রকাশনাগুলির চরিত্র বৈশিষ্ট্য, উপস্থাপনা পদ্ধতি, মুদ্রণবৈচিত্র্যে তথ্যবিন্যাস ও পরিবেশনার রীতি প্রভৃতি এত জটিল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ রয়েছে যে প্রচলিত রীতিতে রেকর্ড করা সহজসাধ্য হচ্ছে না। মানবজ্ঞানের বিকাশ ও প্রসার, বিজ্ঞানের অতিদ্রুত অগ্রগতি প্রযুক্তিবিজ্ঞানের নূতন নূতন ব্যবহারিক প্রয়োগ, দুই বা ততোধিক আপাতসম বিষয়ে একত্র সহাবস্থানে নূতন বিষয়ের দিগন্ত রচনা, বিষয়কে প্রয়োগমাধ্যমরূপে ব্যবহার, বিষয়ের নূতন নূতন শাখা বা অংশের সৃষ্টির (multidisciplinary) এবং আন্তর্বিষয় (interdisciplinary) সম্পর্কের ফলে নূতন নূতন বিষয়ের সৃষ্টি এবং বিষয়ের পরিধির প্রসার, প্রচলিত শব্দের বদলে নূতন শব্দের দ্বারা বিষয় নির্দেশ ও পরিসীমা নির্ধারণ, প্রভৃতি অবস্থার ফলে মুদ্রিত পঠিতব্য বিষয়ের উপস্থাপনা ও

পর্যালোচনা এবং বিষয় ও তার দিকগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক খুবই জটিল হয়ে গেছে। এর ফলে গ্রন্থের বিষয় নির্বাচন, বিষয়ের শিরোনামগুলিকে ক্যাটালগে যথাযথ বিন্যাস করার ব্যবস্থায় অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

আভিধানিক ক্যাটালগের গ্রন্থকার ও গ্রন্থনাম অংশের জন্য ক্যাটালগ কোড-এর সুনির্দিষ্ট নিয়মবিধি আছে। সমস্যা সমাধানে কোড ব্যবহার করা যায়। কিন্তু বিষয় সম্পর্কিত ক্যাটালগের জন্য কোনো কোড নাই। ফলে ক্যাটালগকারকে নিজ নিজ শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য, বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান, ক্যাটালগের লক্ষ্য, পাঠক ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে বিষয় ক্যাটালগ প্রস্তুত করতে হয়। বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগ প্রস্তুত করা ক্যাটালগ-কারদের সামনে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ বিষয় ক্যাটালগ এন্ট্রির মধ্য দিয়ে গ্রন্থের প্রধান বিষয় এবং অন্যান্য বিষয়, সেইগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, আন্তঃবিষয় সম্পর্ক সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিফলিত করতে হয় এবং সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগসাধন করতে হয়।

বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগ প্রস্তুত করতে হলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন।

১. বিষয় ক্যাটালগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

২. বিষয় ক্যাটালগের বিশেষ রূপ অর্থাৎ বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন ও এন্ট্রি প্রস্তুত পদ্ধতি, এন্ট্রিগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন এবং সামগ্রিকভাবে বিষয় ক্যাটালগের কার্যকারিতা।

৩. বিষয়-শীর্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিষয়ের কতখানি বিশ্লেষণ করা হবে তার পরিসীমা।

৪. বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রির বিশেষ রূপ (form) অর্থাৎ বিষয়-শীর্ষকের জন্য ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের গঠন বা বিন্যাস।

৫. বিষয়-শীর্ষকের ভাষা অর্থাৎ বিষয়-শীর্ষক হিসাবে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের (subject heading terms) নির্মাণ পদ্ধতি এবং একাধিক বিকল্প শব্দ বা শব্দগুচ্ছের মধ্যে সুনির্দিষ্ট শীর্ষক সুপ্রযুক্তভাবে নির্ধারণ। বিষয়শীর্ষকে একাধিক শব্দ ব্যবহৃত হলে সেই শব্দসমষ্টির বিন্যাস।

বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রি প্রস্তুত করতে হলে গ্রন্থের যথার্থ বিষয়টি বা বিষয়গুলি জানতে হবে। একটি গ্রন্থের জন্য একটি বিষয়-শীর্ষক হয় না। একাধিক গ্রন্থের জন্য করা উচিত। সেই কারণে যে গ্রন্থগলির জন্য বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন করতে হবে সেই গ্রন্থগুলির প্রতিটির বিষয় স্থির করতে হবে। তারপর গ্রন্থগুলির জন্য একটি মাত্র বিষয়-শীর্ষক নির্ধারণ করতে হবে। এখানে সমস্যা হতে পারে এই, যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ বিষয়-শীর্ষক হিসাবে স্থির করা হল, তার একাধিক সমার্থক শব্দ থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে সমার্থক শব্দগুলির মধ্যে কোন্ শব্দটি সুপ্রযুক্ত হবে তা বিচার করে শীর্ষক নির্বাচন করা উচিত। দ্রুত বিকাশশীল বিষয়ে সৃষ্ট বহুব্যবহৃত শব্দকে অপ্রচলিত করে। পাঠকের সন্ধানসূত্র বিবেচনা করে শীর্ষক নির্বাচন করা প্রয়োজন। বহুবিষয় (Multidisciplinary), আন্তর্বিষয় (interdisciplinary) এবং সমমর্যাদাসম্পন্ন বিষয়গুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নির্বাচিত শব্দ দ্বারা গঠিত ও নির্মিত বিষয়-শীর্ষকের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর কার্যকরী ও উপযোগী হতে পারে।

গ্রন্থকার ও গ্রন্থনামের শীর্ষক গঠন ও বিন্যাস বিষয়-শীর্ষক গঠন ও বিন্যাসের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ, কারণ গ্রন্থের আখ্যাপত্রে দুইটি পাওয়া যায়। বিষয়-শীর্ষক ক্যাটালগ-কারকে প্রস্তুত করতে হয়। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী বিষয়-শীর্ষক স্থির করা উচিত নয়। বিষয় ক্যাটালগের উদ্দেশ্য বিষয় অনুযায়ী যথাযথ গ্রন্থ নির্বাচনে পাঠকের সহায়তা করা। এক্ষেত্রে বিষয় ক্যাটালগের সাধারণ রীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ

করা আবশ্যিক। বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন, সুনির্দিষ্ট বিষয় নির্দেশক শব্দ বা শব্দগুচ্ছ (terminology) নির্মাণ, বিষয়-শীর্ষকের গঠন ও বিন্যাস যথাযথভাবে অনুসরণ করা উচিত। প্রতিটি গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সংগ্রহ, পাঠকের প্রয়োজন, গ্রন্থ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করে সাধারণ নিয়মরীতি প্রস্তুত করা উচিত। নিয়মরীতি কঠোরভাবে পালন করা প্রয়োজন। এর বিচ্যুতি হলে অসংখ্য বিষয় শিরোনামের সৃষ্টি হবে এবং বিষয়-শীর্ষকের গঠন ও বিন্যাসে অসংখ্য রকমের সমস্যার সৃষ্টি হবে। বিষয় শিরোনাম ব্যবহারে সমতা রক্ষা করার জন্য বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন ও গঠন করার উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিষয় শিরোনাম তালিকা ব্যবহার করা প্রয়োজন। সাধারণত ব্যবহৃত তালিকাগুলি হল—

১. Sear's List of Subject Headings with practical suggestions for beginner in subject heading
২. Standard List of Subjects Headings Compiled by Americal Library Association
৩. Subject Headings of Library of Congress

অনেক ক্ষেত্রে এই বিষয় শিরোনাম তালিকা সবগুলি বিষয়ে খুব বেশী কার্যকর না হতেও পারে, যেমন—স্থানীয় বিষয়, নূতন সৃষ্ট বিষয়, বিষয়ের নূতন দিক, বিষয়ের ফলিত দিক ইত্যাদি। এইজন্য প্রতিটি গ্রন্থাগারে নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী ক্যাটালগ বিভাগে ব্যবহার্য নিজস্ব বিষয় শিরোনাম তালিকা প্রস্তুত করা উচিত। সেই তালিকাটি ক্যাটালগ বিভাগে অথরিটি ফাইল (Subject Authority File) হিসাবে বিষয় নির্দেশনামা রূপে ব্যবহার করা উচিত। প্রয়োজন অনুসারে সেই তালিকায় নূতন বিষয় শিরোনাম গ্রহণ, বর্জন, পরিমার্জন করা যেতে পারে। যখন যেমন নূতন নূতন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে গ্রন্থাগারের নিজস্ব প্রয়োজনে বিষয় শিরোনাম নির্বাচন ও গঠন করা হবে, সেই বিষয় শিরোনামগুলি গ্রন্থাগারের নিজস্ব বিষয় শিরোনাম তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

বিষয় শিরোনাম নির্বাচনে ক্যাটালগ-কারের গ্রন্থপাঠ (reading a book technically) খুবই সহায়তা করে। গ্রন্থের বিষয়, বিষয়ের পরিসীমা, বিষয়ের বিভিন্ন দিক, গ্রন্থকার কর্তৃক বিষয় বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার রূপ নির্ধারণ করার জন্য গ্রন্থটি পাঠ করা প্রয়োজন। সম্ভাব্য বিষয় শিরোনাম নির্বাচন করার পরে বিষয় শিরোনাম তালিকা এবং গ্রন্থাগারের নিজস্ব বিষয় অথরিটি ফাইল দেখে মিলিয়ে নেওয়া আবশ্যিক। এর ফলে বিষয় শিরোনাম গঠন এবং বিন্যাসে সমতা আনয়ন করা যায় এবং গ্রন্থাগারের বিষয় শিরোনাম সংক্রান্ত রীতিপদ্ধতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা সম্ভব হয়।

৮.৩ বিষয় ক্যাটালগ প্রস্তুত পদ্ধতি

বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগ প্রস্তুত করা একটি জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিষয় ক্যাটালগের ধারাবাহিকতা রক্ষাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। কেবল একক গ্রন্থের বিষয় বিবেচনা করে গ্রন্থের বিষয়-শীর্ষক প্রস্তুত করলে বিষয় ক্যাটালগ প্রস্তুত করা হয় না। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য, পাঠকের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনে সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন, গ্রন্থের চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য, একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের গ্রন্থের সংখ্যা, গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলির প্রকৃতি ও পারস্পরিক সম্পর্ক প্রভৃতি অনেকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে বিষয় শিরোনাম নির্ধারণ ও প্রস্তুত করতে হয়।

বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রির উদ্দেশ্য প্রধানত তিনটি,

১. বিষয়-শীর্ষকটি জ্ঞাত হলে পাঠক বা ব্যবহারকারী যেন গ্রন্থটি পেতে পারেন।
২. একটি বিশেষ বিষয়-শীর্ষকের অধীনে গ্রন্থাগারে কতগুলি গ্রন্থ আছে, তার পরিচয় যেন পাঠক পান।

৩. একটি বিশেষ বিষয়-শীর্ষকের সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত বিষয়গুলির এন্ট্রিগুলির মধ্যে পাঠক ও ব্যবহারকারী যেন সংযোগসাধন করতে পারেন।

উপরোক্ত তিনটি উদ্দেশ্য পূরণ করতে হলে বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগের এন্ট্রিগুলি নিম্নলিখিতভাবে প্রস্তুত করতে হবে এবং বিন্যাস করতে হবে।

১. বিষয়-শীর্ষক সুনির্দিষ্ট (specific) বিষয় শিরোনামের অধীনে নির্বাচন করতে হবে। ক্যাটালগ-কারের নির্বাচিত বিষয়-শীর্ষক এবং পাঠক বা ব্যবহারকারীর অনুসন্ধানের বিষয় শিরোনাম অনুরূপ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে পাঠক বা ব্যবহারকারী নির্দিষ্ট বিষয়-শীর্ষকটি বর্ণের ক্রম অনুসারে পাবেন না।

২. বিষয়-শীর্ষক সুনির্দিষ্ট হতে হবে এবং একই শ্রেণির বিষয়-শীর্ষকগুলির মধ্যে ধারাবাহিক সমতা রক্ষা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বিষয়ের শাখাসমূহ, বিভাগ ও উপবিভাগগুলি, বিষয়ের বিশেষ রূপ (form) এবং বিষয়ের নির্দিষ্ট প্রয়োগ বিষয়-শীর্ষকের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩. 'দেখুন' এবং 'আরও দেখুন' রেফারেন্স এবং পারস্পরিক বিষয় নির্দেশ রেফারেন্স (subject from reference) ব্যবহার করে বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগের মধ্যে বিষয়গুলির সংযোগ স্থাপন করতে হবে এবং বিষয়গুলির পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতিফলন দেখাতে হবে।

আভিধানিক ক্যাটালগের বিষয় অংশ (subject part) অথবা যে-কোনো বর্ণানুক্রমিক বিষয় শিরোনামের বিন্যাসে বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন ও গঠন করতে হয় সুনির্দিষ্ট (specific) বিষয়-শীর্ষকে। সুনির্দিষ্ট বিষয়ের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। সুনির্দিষ্ট বিষয় শব্দটি আপেক্ষিক। বিজ্ঞান এবং রসায়নের মধ্যে রসায়ন সুনির্দিষ্ট বিষয়। রসায়ন এবং জৈব রসায়নের মধ্যে জৈব রসায়ন সুনির্দিষ্ট বিষয়। কোন্ গ্রন্থাগারে কোন্ বিষয়ে রচিত কোন্ গ্রন্থের ক্ষেত্রে কোন্ বিষয় শিরোনামটি সুনির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম হিসাবে গণ্য হবে, তার কোনো বিধিসম্মত নিয়ম নাই। গ্রন্থাগার, গ্রন্থ, পাঠকের প্রয়োজন, গ্রন্থের বিষয়, বিষয়ের পরিসীমা, বিষয়ের ব্যবহার ও প্রয়োগ, বিষয়ের বিশেষ দিকে গ্রন্থাগারের গুরুত্বদান, প্রভৃতি অবস্থাগুলি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের নির্ধারণ (choice) রূপ (construction) ও গঠনকে (form) প্রভাবিত করে। সেই কারণে একই বিষয়ের সুনির্দিষ্ট বিষয়-শীর্ষক (specific subject heading) গ্রন্থাগারভেদে, গ্রন্থভেদে পাঠকের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়ের পরিসীমা (scope) ও পর্যালোচনা বিচার করে এবং গ্রন্থাকারের উদ্দেশ্য বিবেচনা করে, ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। একটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে যেটি সুনির্দিষ্ট বিষয় অন্য গ্রন্থের ক্ষেত্রে সেটি ব্যাপক বিষয় হতে পারে।

বিষয় ক্যাটালগের জন্য সুনির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম নির্ধারণ করতে হলে গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের মূল বিষয় ও তার বিভিন্ন শাখা, বিভাগ, উপবিভাগ এবং বিষয়ের প্রয়োগ বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে সঙ্কীর্ণতম বিষয়কে নির্দেশ করতে পারে, এমন শিরোনাম নির্ধারণ করতে হবে। সঙ্কীর্ণতম শব্দের অর্থ এই যে, বিষয়ের যে দিকটি গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছে এবং যে বিষয় শিরোনাম ব্যবহার করলে বিষয় শিরোনামের মাধ্যমে কেবলমাত্র বিষয়ের সেই দিকটি প্রতিফলিত হবে, সেই বিষয় শিরোনামটি সুনির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম এবং সেই বিষয়টি সঙ্কীর্ণতম বিষয় উদাহরণস্বরূপ বলা যায়। গ্রন্থাগারে কয়েকটি গ্রন্থ আছে নিম্নলিখিত গ্রন্থনামে—

আইন ও তার ব্যবহার

আইন পরিচয়

আইন ও সমাজ

বর্তমান আইন

গ্রন্থনাম দেখে মনে হয় এই চারটি গ্রন্থের সাধারণ বিষয় আইন। সুতরাং চারটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বিষয় শিরোনাম আইন হওয়া উচিত। কিন্তু গ্রন্থের সূচীপত্র ও আলোচ্য বিষয় বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে, প্রথম গ্রন্থের বিষয় অপরাধ দমনের ক্ষেত্রে আইনের ব্যবহার, দ্বিতীয় গ্রন্থের বিষয় আইনের ব্যাখ্যা ও উপযোগিতা, তৃতীয় গ্রন্থের বিষয় আইনের প্রয়োগ এবং অপপ্রয়োগ এবং চতুর্থ গ্রন্থের বিষয় উত্তরাধিকার আইনের ব্যাখ্যা। এই চারিটি গ্রন্থের বিষয় আইন, কিন্তু সঙ্কীর্ণতম বিষয় হচ্ছে যথাক্রমে।

প্রথম গ্রন্থের জন্য	অপরাধ দমন আইন
দ্বিতীয় গ্রন্থের জন্য	আইন
তৃতীয় গ্রন্থের জন্য	আইন প্রয়োগ
চতুর্থ গ্রন্থের জন্য	উত্তরাধিকার আইন

বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগের জন্য চারটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে গ্রন্থগুলির সাধারণ বিষয় আইন বিষয় শিরোনাম হিসাবে ব্যবহার করা উচিত নয়। বিষয়ের সঙ্কীর্ণতম দিকটিই সুনির্দিষ্ট বিষয়। সুতরাং সঙ্কীর্ণতম বিষয় শিরোনাম এক্ষেত্রে বিষয়-শীর্ষক হিসাবে ব্যবহার করা উচিত।

৮.৪ বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রি প্রস্তুত পদ্ধতি

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রি প্রস্তুত করার পাঁচটি ধাপ আছে। এই পাঁচটি ধাপের কাজ পর পর করতে হয়।

১. প্রথম ধাপ হল, যে গ্রন্থের বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রি প্রস্তুত করতে হবে, সেই গ্রন্থের বিষয় বা বিষয়গুলি নির্ধারণ করতে হবে। বিষয়-শীর্ষক প্রয়োজন এমন প্রতিটি গ্রন্থের জন্য পৃথক পৃথক বিষয় শীর্ষক ব্যবহার করা হয় না, সম চরিত্রের বা সম বিষয়ক কয়েকটি গ্রন্থের জন্য একটি বিষয়-শীর্ষক ব্যবহার করা হয়। এই কারণে আলোচ্য গ্রন্থের বিষয় বা বিষয়গুলির নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সম চরিত্রের বা সম বিষয়ের উপর লিখিত কয়েকটি গ্রন্থের বিষয়গুলি নির্ধারণ করতে হয়। একই বিষয়-শীর্ষকের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রন্থের বিষয়গুলি বিবেচনা ও পরীক্ষা করে সেই গ্রন্থগুলির জন্য একটি বিষয় শিরোনাম নির্ধারণ করতে হবে। এই বিষয় শিরোনামটি গ্রন্থগুলির সুনির্দিষ্ট বিষয় নির্দেশক। বিষয় শিরোনামটির দ্বারা একত্রে গ্রন্থগুলির সুনির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারিত হল। এই কাজটি গ্রন্থগুলির বিষয় নির্ধারণ (determination of the subject)।

২. দ্বিতীয় ধাপ হল বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন ও গঠন অর্থাৎ যে শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ক্যাটালগের বিষয়-শীর্ষক (subject heading) হিসাবে এন্ট্রিতে ব্যবহৃত হবে, সেই শব্দ বা শব্দগুচ্ছের নির্বাচন এবং যথাযথ বিষয়-শীর্ষক গঠন করা। বিষয় ক্যাটালগে এই কাজটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সমার্থক শব্দগুলির মধ্যে একটিমাত্র বিষয়-শীর্ষক হিসাবে ব্যবহৃত হবে। শব্দ (term) পরিবর্তন হলে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে এন্ট্রির বিন্যাস ভিন্নতর হবে এবং পাঠক এন্ট্রি না পেতেও পারেন। এক শব্দের শীর্ষক নির্বাচনে এই সমস্যা বেশী।

যেক্ষেত্রে একাধিক শব্দ বিষয়-শীর্ষক হিসাবে ব্যবহার করতে হয়, সেক্ষেত্রে বিষয়-শীর্ষকটি গঠন (construction) করতে হবে। একাধিক শব্দের কোন্ শব্দটি শীর্ষকের প্রথম শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হবে, তা নির্ধারণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সেই শব্দের আদ্যবর্ণ দ্বারা বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রির বিন্যাস নিয়ন্ত্রিত হবে। সুতরাং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিষয়-শীর্ষক গঠন করা কর্তব্য।

৩. তৃতীয় ধাপ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন এবং গঠন করা হয়ে গেলে সেই বিষয়শীর্ষককে বিষয় এন্ট্রির শীর্ষক (heading) হিসাবে ব্যবহার করে বিষয় এন্ট্রি (subject entry) প্রস্তুত করা। বিষয়-শীর্ষকের নীচে গ্রন্থকার নাম, গ্রন্থনাম, সংস্করণ, ইম্প্রিন্ট ও প্রয়োজনে অন্যান্য তথ্য দিয়ে বিষয় এন্ট্রি প্রস্তুত করতে হবে। বিষয় এন্ট্রির রূপ (form) অতিরিক্ত এন্ট্রির অনুরূপ।

৪. চতুর্থ ধাপ হচ্ছে বিষয় এন্ট্রিগুলি প্রস্তুত করা হয়ে গেলে যেক্ষেত্রে যেরূপ অথবা যতগুলি প্রয়োজন 'দেখুন' (see), 'আরও দেখুন' (see also) এবং প্রয়োজনে পারস্পরিক বিষয় সম্পর্কিত (subject cross references) রেফারেন্স কার্ড প্রস্তুত করতে হবে। বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন ও গঠনের উপর রেফারেন্স কার্ডের সংখ্যা নির্ভর করবে।

৫. বিষয়শীর্ষক এন্ট্রিগুলি ও রেফারেন্স কার্ডগুলি প্রস্তুত করা হয়ে গেলে ক্যাটালগে সবগুলি কার্ড বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যাস (filing) করতে হবে। যদি বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রিগুলি নূতন এন্ট্রি হয় তবে বর্ণানুক্রমিকভাবে বিন্যাস করলেই হবে, কিন্তু যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক এন্ট্রি ব্যবহৃত এন্ট্রির বিকল্প নূতন এন্ট্রি হয়, তবে ব্যবহৃত পুরাতন এন্ট্রিগুলি ক্যাটালগ থেকে বার করে দিতে হবে এবং নূতন এন্ট্রিগুলি এবং রেফারেন্স কার্ডগুলি বর্ণের ক্রম অনুসারে বিন্যাস করতে হবে।

যখনই বিষয় ক্যাটালগের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হবে বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রি এবং রেফারেন্স কার্ড পরিবর্তন করে বিষয় ক্যাটালগকে সর্বাধুনিক (up-to- date) অবস্থায় রাখতে হবে।

প্রাথমিকভাবে আখ্যাপত্র গ্রন্থের বিষয়-সম্পর্কিত তথ্যের উৎস। আখ্যাপত্রে গ্রন্থের মূল নাম, উপনাম, বিকল্প নাম এবং ব্যাখ্যামূলক নাম থাকতে পারে। কেবল গ্রন্থনাম সব ক্ষেত্রে বিষয়কে নির্দেশ করে না। দি এন্ডলেস কোয়েস্ট (The Endless Quest) অনুসন্ধানী দলের অন্তহীন বিবরণ নয়, বিগত হাজার বছরের বিজ্ঞানের ইতিহাস। আখ্যাপত্রের প্রথম পৃষ্ঠা (recto) যদি বিষয় নির্দেশে সহায়তা না করে তবে তার দ্বিতীয় পৃষ্ঠা (verso) দেখা উচিত। বর্তমানে বিদেশে প্রকাশিত গ্রন্থে আখ্যাপত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ ক্যাটালগ এন্ট্রি মুদ্রিত থাকে। প্রয়োজনে বিষয় নির্ধারণে অবতরণিকা (Preface), মুখবন্ধ (foreword), ভূমিকা (introduction), সূচীপত্র (table of contents) পাঠ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে গ্রন্থের মূল অংশ (text) পাঠ আবশ্যিক।

৮.৫ বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন : সাধারণ রীতি

যদিও বিষয়-শীর্ষক নির্বাচনে কোনোও বিধিসম্মত নিয়মাবলী নাই, তবুও ধারাবাহিক সমতা রক্ষার জন্য কতকগুলি সাধারণ নীতি বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন ও গঠনে অনুসরণ করা হয়। এই সাধারণ নীতিগুলি পথনির্দেশ হিসাবে কাজ করে।

১. বিষয়-শীর্ষক হিসাবে এমন শব্দ বা শব্দসমষ্টি ব্যবহার করা উচিত যার মধ্য দিয়ে গ্রন্থের ও গ্রন্থগুলির বিষয় যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়। বিষয়-শীর্ষক যেন বিভ্রান্তিজনক না হয়। বিষয়-শীর্ষক সুস্পষ্ট অর্থবোধক হওয়া প্রয়োজন। একই শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহার করা উচিত নয়।

২. সব ক্ষেত্রেই বিষয়-শীর্ষক সুনির্দিষ্ট বিষয় (Specific subject) নির্দেশক হতে হবে। বিষয়-শীর্ষকের শব্দের বর্ণসমষ্টি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে পাঠক বা ব্যবহারকারীর নির্দিষ্ট বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রি সন্ধান করতে অসুবিধা না হয়।

৩. বিষয়-শীর্ষকের শব্দ বা শব্দসমষ্টি এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে যেন সাধারণের পক্ষে সহজসাধ্য

হয়। কঠিন দুরূহ এবং সহজে অর্থবোধ হয় না এমন শব্দ বা শব্দসমষ্টি শীর্ষকে ব্যবহার করা উচিত নয়।

মহাপরিনির্মাণ > নির্বাণ

৪. কোনো বিষয়ে বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার না করে সাধারণভাবে বোধ্য শব্দ বা শব্দসমষ্টি শীর্ষকে ব্যবহার করা উচিত।

ভেষজ বিদ্যা > ঔষধ

৫. যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে শব্দের একবচন ব্যবহার না করে বহুবচন ব্যবহার করা উচিত।

চিত্র > চিত্রাবলী

৬. বিষয়-শীর্ষক গঠন ও নির্বাচন এমনভাবে করা উচিত যার ফলে বিষয়ের সুনির্দিষ্ট দিকটি যথাযথ প্রাধান্য পায়।

অর্থনীতি—ভারতীয় রাজনীতি—মার্কসীয়

৭. সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য অথবা একাধিক বিষয় আলোচিত হলে যুগ্ম শব্দ ব্যবহার করা উচিত।

কৃষি ও সেচ আচার ও আচরণ

৮. বিষয়ের উপবিভাগগুলি বিষয়-শীর্ষকে উল্লেখ করা উচিত।

বীমা—জীবন কবিতা—সঙ্কলন
বীমা—দুর্ঘটনা —ইতিহাস
বীমা—শস্য —সমালোচনা

উপরোক্ত সাধারণ নীতিগুলি অনুসরণ করে বিষয়-শীর্ষকের নির্বাচন ও গঠন নানাভাবে করা যায়। বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন ও গঠনের বিভিন্ন রূপগুলি (formation) নিম্নলিখিত রূপে হতে পারে,

১.	সরল বা একক শব্দ	সমুদ্র
		খনিজ দ্রব্য
২.	যুগ্ম শব্দ	রাষ্ট্র ও শাসনপদ্ধতি
		শিল্প ও বাণিজ্য
৩.	বিশেষণযুক্ত শব্দ	অর্থনৈতিক ইতিহাস
		ঐতিহাসিক নাটক
৪.	যুগ্মশব্দের বিপরীত অবস্থান	রসায়ন—অজৈব
		কৃষ্টিপদ্ধতি—যান্ত্রিক
৫.	উপবিভাগ সহ শিরোনাম	পাট—উৎপাদন
		—রপ্তানি
		—শ্রমিক
৬.	আঞ্চলিক বিভাগ	শিক্ষাপদ্ধতি—ভারতীয়
		প্র-তত্ত্ব—পশ্চিমবঙ্গ

৭.	দেশ বা স্থান সংক্রান্ত বিষয়	ব্রিটেন—সংবিধান
		চীন—সামাজিক অবস্থান
৮.	বিষয়-শীর্ষক রূপভেদ	দর্শন—পত্রিকা
		ভাষাতত্ত্ব—গ্রন্থপঞ্জি
৯.	সময়কাল হিসাবে বিভাগ	ভারতের ইতিহাস—মোগল যুগ
		পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস—ঊনবিংশ শতাব্দী
১০.	বিষয় হিসাবে ব্যক্তিনাম	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—জীবনী
		মধুসূদন দত্ত—কাব্যসমালোচনা
১১.	শীর্ষক হিসাবে বাক্যাংশ	ধাতু সংযোজনে অক্সিজেনের ব্যবহার
		হিমালয়ের বৃক্ষ ও পুষ্পের ভৌগোলিক অবস্থান
১২.	শীর্ষকের আলঙ্কারিক বিশেষণ	অশান্ত মধ্যপ্রাচ্য
		বিপ্লবী চিলি
১৩.	বিপরীত বিষয়যুক্ত শীর্ষক	বিজ্ঞান ও ধর্ম
		আরোহ ও অবরোহ তর্কশাস্ত্র।

৮.৬ রূপ সম্পর্কিত শীর্ষক (Form Heading)

বিষয়-শীর্ষক নির্বাচন ও গঠন করা হয় গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের প্রতিফলন করার জন্য এবং যথাযথ বিষয় নির্দেশের জন্য। বিষয় ক্যাটালগে অন্য এক ধরনের শীর্ষক ব্যবহার করা হয় গ্রন্থের রূপ (form) ও প্রকৃতি যথাযথ নির্দেশ করার জন্য। যেসব গ্রন্থের ক্ষেত্রে যথার্থ বিষয় পাওয়া যায় না, গ্রন্থটি বিষয় অপেক্ষা তার বিন্যাসের রূপের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ অথবা সাহিত্যিক রূপটি গ্রন্থের ক্ষেত্রে প্রধান, সেইসব ক্ষেত্রে বিষয়-শীর্ষক ব্যবহার না করে রূপ সম্পর্কিত শীর্ষক (form heading) ব্যবহার করা হয়। অবশ্য এই ধরনের শীর্ষক ব্যক্তিগত রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। সাধারণত রচনা সঙ্কলনের জন্যই ব্যবহৃত হয়। যেমন—

বাংলা কবিতা - সঙ্কলন

ভাষাতত্ত্ব - প্রবন্ধ সংগ্রহ

গ্রন্থের অন্তর্গত তথ্যের সাধারণ রূপ ও তথ্য বিন্যাসের পদ্ধতি ভিত্তি করে আর এক ধরনের রূপ-সম্পর্কিত শীর্ষক বিষয় ক্যাটালগে ব্যবহার করা হয়। তথ্যের প্রকৃতি ও বিন্যাসের রূপ ভিত্তি করে শীর্ষক নির্বাচন করা হয়। যেমন—

অভিধান

কোষগ্রন্থ

অনেক ক্ষেত্রে বিষয় রূপের আকারে থাকে। বিষয় যথার্থ বিষয় হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। বিষয় (subject) রূপ (form) হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সেক্ষেত্রে সেই ধরনের শীর্ষককে রূপ সম্পর্কিত বিষয়-শীর্ষক (form subject heading) নামে অভিহিত করা হয় যেমন—

নাটক—ইতিহাস

জনগণনা—পরিসংখ্যান

৮.৭ বিষয়ের উপবিভাগ (Subdivision of a Subject)

বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগের মূল ভিত্তি সুনির্দিষ্ট বিষয়-শীর্ষক (Specific subject heading) এন্ট্রি। বিষয়ের সঙ্কীর্ণতম অংশকেও যদি সুনির্দিষ্ট বিষয়-শীর্ষক হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তবুও দেখা যাবে একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের অধীনে বহুসংখ্যক গ্রন্থ ক্যাটালগ করতে হচ্ছে। কোনোও বিষয়ের উপর স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থ থাকলে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপবিভাগ না করলেও চলে। ছোট বা মাঝারি আকারের গ্রন্থাগারে বিষয়ের উপবিভাগ একান্ত প্রয়োজনীয় না-ও হতে পারে। কিন্তু বৃহৎ গ্রন্থাগারে অথবা কোনো বিষয়ের উপর বহুসংখ্যক গ্রন্থ থাকলে সুনির্দিষ্ট বিষয়ের উপবিভাগ নিশ্চিত প্রয়োজন হয়। ছোট বা মাঝারি আকারের গ্রন্থাগারে বা গ্রন্থসংখ্যা কম হলে পদার্থবিদ্যার ইতিহাস গ্রন্থটি পদার্থবিদ্যা, এই বিষয়ের অধীনে ক্যাটালগ করা যায়। কিন্তু পদার্থবিদ্যা, ইতিহাসের উপর বহুসংখ্যক গ্রন্থ থাকলে বিষয়ের উপবিভাগ প্রয়োজন এবং সেক্ষেত্রে বিষয়-শীর্ষক হওয়া উচিত 'পদার্থ বিদ্যা—ইতিহাস'। বিষয়ের উপবিভাগ সম্বলিত বিষয়-শীর্ষকের উপযোগিতা এই যে, পাঠক বা ব্যবহারকারী সুনিশ্চিতভাবে তাঁর প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি পাবেন। কারণ বিষয়ের বিশেষ দিকটিও বিষয়-শীর্ষকে প্রতিফলিত হয়েছে।

অধিকাংশ বিষয়-শীর্ষকের চার ধরনের উপবিভাগ হতে পারে। এই উপবিভাগগুলি বিষয়-শীর্ষকের অংশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শীর্ষকের প্রথমে বিষয় উল্লেখ করা হয় এবং পরে উপবিভাগের উল্লেখ থাকে। বিষয়-শীর্ষকের নির্বাচন ও গঠন সেইভাবেই করা হয়। বিষয়ের চারটি উপবিভাগ হচ্ছে—

১. রূপ (form)

২. বিষয়ের বিশেষ দিক (phase)

৩. সময়কাল (period of time)

৪. ভৌগোলিক অবস্থান (geographical area)

যে-কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়কে ও তার সঙ্কীর্ণতম উপবিভাগকেও এইভাবে গুরুত্ব বিচার করে চারটি উপবিভাগের যে-কোনো একটি উপবিভাগে বিভক্ত করা যায়।

১. রূপ সম্পর্কিত উপভাগ (Form Subdivision)

বিষয় যেখানে বিষয় হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বিশেষ ধরনের তথ্য ও সেই তথ্যবিন্যাসের পদ্ধতির

জন্য বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, সেক্ষেত্রে রূপ সম্পর্কিত উপবিভাগ ব্যবহার করা হয়। রূপ সম্পর্কিত উপবিভাগগুলির মধ্যে আছে অভিধান, কোষগ্রন্থ, পত্রিকা, গ্রন্থপঞ্জী, পরিসংখ্যান ইতিহাস প্রভৃতি। রূপ সম্পর্কিত উপবিভাগ বিষয়ের পরিবেশন পদ্ধতি নির্দেশ করে। যেমন একটি বিষয়ের ইতিহাস, একটি বিষয়ের অভিধান, একটি বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জী, কোষগ্রন্থ ইত্যাদি।

২. বিষয়ের বিশেষ দিকের উপবিভাগ (Phase Subdivision)

গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের যে দিকটি প্রাধান্য লাভ করেছে এবং গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়েছে বিষয়ের বিশেষ দিকের উপবিভাগে সেই দিকটি নির্দেশ করা হয়। এই উপবিভাগটি বিষয়ের একটি অংশ। সেই অংশটিকে প্রতিফলিত করা হয় বিষয়-শীর্ষকে।

শিক্ষা—প্রাথমিক

শিক্ষা—মাধ্যমিক

৩. সময়কালের উপবিভাগ (Period Subdivision)

যেক্ষেত্রে বিষয়কে বিশেষ সময়সীমার মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে এবং বিষয়ের গুরুত্ব সেই সময়কালের জন্য, সেক্ষেত্রে সময়কালের উপবিভাগ করা হয়। বিষয়-শীর্ষক নির্বাচনে বিষয়কে প্রথমে উল্লেখ করে পরে সময়সীমার উল্লেখ করা হয়।

মিশরের ইতিহাস—প্রাচীন যুগ

বাংলার ইতিহাস—ঊনবিংশ শতক

৪. (ক) ভৌগোলিক উপবিভাগ (Geographical area subdivision)

বিষয়কে ভৌগোলিক অবস্থানের দিক দিয়ে বিভক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে বিষয়-শীর্ষকে মূল বিষয়ের সঙ্গে ভৌগোলিক অবস্থানের উল্লেখ করা হয়। বিশেষ দেশ বা স্থানের জন্য বিষয়ের গুরুত্ব যেখানে অধিক সেখানে ভৌগোলিক অঞ্চলের উল্লেখ বিষয়কে সুনির্দিষ্টভাবে নির্দেশ করে।

ভূতত্ত্ব—ভারত

কৃষি—থাইল্যান্ড

(খ) অনেক ক্ষেত্রে বিষয়ের একমাত্র গুরুত্ব দেশ, স্থান বা অঞ্চলের জন্য। অনেক বিষয় আছে যেগুলি স্থানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। স্থান বাদ দিলে বিষয়টির কোনো গুরুত্ব বা মর্যাদা থাকে না। সেইসব ক্ষেত্রে স্থান নাম শীর্ষক হিসাবে নির্বাচন করে বিষয়কে উপবিভাগ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

উড়িষ্যা—ভাস্কর্য

পশ্চিমবঙ্গ—বিদ্যুৎ উৎপাদন

স্থানীয় বিষয় : এন্ট্রির শীর্ষক (Localised Subject : Entry Headings)

বিষয়ের ভৌগোলিক উপবিভাগের ক্ষেত্রে এন্ট্রির শীর্ষক দুই প্রকারের হতে পারে। স্থানীয় বিষয়,

বিষয় ও স্থান, এই দুই উপাদানের সমাহার। সুতরাং বিষয় ও স্থান দুইটি সমান গুরুত্বপূর্ণ। বর্ণানুক্রমিক বিষয় ক্যাটালগে স্থানীয় বিষয়ের এন্ট্রি নির্বাচন ও গঠনে গুরুত্ব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। সমস্যার কারণ বিষয় স্থানের দ্বারা বিভক্ত হবে অথবা স্থান বিষয়ের থাকবে। কিন্তু কোন্‌টি প্রথমে থাকবে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ সমস্যার কারণ। প্রথম শব্দের বর্ণানুক্রমিক এন্ট্রি বিন্যস্ত হবে। শীর্ষক বিষয় প্রথমে থাকলে বিষয় অনুসারে এন্ট্রিগুলির বিন্যাস হবে, স্থাননাম প্রথমে থাকলে স্থান নামে বিন্যস্ত হবে। ক্যাটালগ বিশেষজ্ঞগণ এই দুই ব্যবস্থার কোন্‌টি গ্রহণীয়, সে বিষয়ে একমত নন। দুই অবস্থান পক্ষেই মত দিয়েছেন অনেকে। মার্গারেট মানের বক্তব্য এ বিষয়ে সুস্পষ্ট এবং যুক্তিপূর্ণ। তিনি বলেছেন, স্থানীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে বিষয়ের গুরুত্ব অধিক হলে বিষয়ের অধীনে শীর্ষক প্রস্তুত করা উচিত। স্থাননাম বিষয়ের উপবিভাগ হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু যদি দেখা যায় যে জনগণ, সরকার বা স্থান নামের জন্যই বিষয়ের গুরুত্ব, যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজব্যবস্থা, আবহাওয়া, সামাজিক অবস্থা, ইতিহাস প্রভৃতি, তবে স্থান নামেই এন্ট্রির শীর্ষক প্রস্তুত করা উচিত। কারণ স্থানের গুরুত্ব এক্ষেত্রে অধিক।

স্থানীয় বিষয়সংক্রান্ত বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রি প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে এই অভিমত যুক্তিযুক্ত মনে হয় এবং এই রীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। স্থানীয় বিষয়সংক্রান্ত এন্ট্রির কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

ভূতত্ত্ব—দক্ষিণ ভারত	ফ্রান্স—সামাজিক অবস্থা
মন্দির—উড়িষ্যা	ভারত—সংবিধান
শিল্প—ভারত	মালয়েশিয়া—সরকার

প্রয়োজনবোধে ক্ষেত্রবিশেষে রেফারেন্স কার্ড ব্যবহার করা যায়।

সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে স্থান নামের প্রাধান্য থাকা উচিত। কারণ এই বিষয়গুলির গুরুত্ব স্থানবিশেষের জন্য বৃদ্ধি পায়, যেমন—ইতিহাস, শিল্পকলা, স্থাপত্যকলা, ভাস্কর্য, ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্থান বিবরণ, সামাজিক ব্যবস্থা প্রভৃতি।

৮.৮ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন—

১. বিষয় ক্যাটালগের প্রয়োজনীয়তা কী ?

২. বিষয়-শীর্ষক এন্ট্রির প্রস্তুত পদ্ধতি লিখুন।

৩. বিষয়ের উপবিভাগগুলি বর্ণনা করুন।

৮.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. Coates, E. J. : Subject catalogues : Headings and Structure London, Library Association, 1988.

২. Foskett, A. C. : The subject approach to information, London, Clive Bingly, 1996.

৩. মহাপাত্র, পীযূষকান্তি : ক্যাটালগ তত্ত্ব, ৩য় সংস্করণ, ওয়ার্ল্ড প্রেস, ১৯৯৮।